লাল সূর্য

ভোরের টকটকে লাল সূর্যটাকে
অনেক বছর ধরে স্বপ্নের ভিতরে
লালন করেছি,

ক্লান্ত দিনের পন্ডশ্রমের পরে
চোখের পাখনায় নামে ঘুমের পাথর,
বলিষ্ঠ দুই হাতে সে-পাথর সরিয়ে দেবে
পরের প্রজন্মের কোনো সাহসী যুবক
আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি,

জানি, একদিন সে আসবেই,
আর সেদিন আমার স্বপ্নে দেখা
লাল টকটকে সর্বপাপঘ্ন সূর্যটা
জবা ফুলের মতো
আমার জেগে ওঠা চোখের সামনে
জ্বল জ্বল করবে।

'সার্থক জনম আমার' বলে আমি
যুবকের চোখে স্বপ্ন লিখে দিয়ে
গোধূলির লাল সূর্যের কাছে চলে যাব।

ঠিক চলে যাব

আমার দুঃখের কথা কাউকে না বলে
একদিন চলে যাব ঠিক
অট্টহাস্যে, তোদের কাঁদিয়ে,
আমার ব্যক্তিক দুঃখে দুঃখী যারা
আমার ব্যক্তিক সুখে সুখী যারা
আমার ব্যাক্তিক দুঃখে সুখী যারা
সকলকে বলে যাব 'সুখে থাকো' -
এই পৃথিবীকে যারা ভালবাসা দিয়ে গেল

তাদের সকলকে আমি ভালবেসে যাব,
যারা শুধু আলো-হাওয়া-জল ভোগ করে
পৃথিবীকে নিঃস্ব করে গেল
মানুষকে ঘৃণা করে বিদ্বেষ ছড়ালো
কণায় তাদের প্রতিও স্নিগ্ধ হাসি রেখে যাব,
আমার দুঃখের কথা কাউকে না বলে
একদিন ঠিক চলে যাব.....

ধবংসের বরে

ওইখানে আকাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
ললাটে সূর্যের টিকা, সে ছিল উর্ধশির
মানুষের সভ্যতার শিল্প সমারোহ নিয়ে অহংকারী,
শতাব্দীর প্রথম বার্ষিক সূর্য ভস্মে ম্লান হল
সেদিন সকালে, সর্বভুক আগুনের নির্দয় দহনে,
অর্ধলক্ষ নরনারী, ক্ষুদ্র এক পৃথিবীই যেন,
কর্মব্যস্ত সভ্যতার প্রগতির পথে
মুহূর্তে হারিয়ে গেল
যেন কোন দানবের নির্মম পেষণে ঃ
ওইখানে আমার অগণিত ভাইবোন লাশ হয়ে গেল -
আমি অসহায় এই মুমূর্ষু সময়ে,
প্রার্থনা ছাড়া কোনো শব্দ জানা নেই,
আমার বেদনা কোন্ অশরীরী সত্তাকে জানাব?

বুশ-এর প্রতি

বি-ফিফ্‌টি টু এক বোমা বিমান
তার পেটে লেখা আছে
শত শত মানুষের মৃত্যু-পরোয়ানা,
হাসপাতাল, মসজিদ কিংবা খাদ্যের গুদাম
যেখানেই হোক
পাখির বিষ্ঠার মতো ফেলে চলে বোমা -
ব্রহ্মার মতো তুমিই সৃষ্টি করো

সন্ত্রাসাসুর,
একদিন সে তো
রাখবেই হাত তোমার সুউচ্চ শিরে;
কোথায় পালাবে?
তোমার ঝিাসে আছে কি বিষুও কোনো
যে তোমাকে বাঁচাবে?
অতএব যুদ্ধে তুমি পরিত্রণ চাও,

নিজের সৃষ্টির হাতে পরাজয়
কে পারে মানতে?
শিশুঘাতী, নারীঘাতী এই যুদ্ধ শেষে
তুমিও কি উজ্জুল হবে মানবেতিহাসে?

কমল মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com